ভোরের কাগজ

তারিখ ... AUG 04 1999 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫

সরকারের ব্যয়ের তুলনায় মাদ্রাসা শিক্ষার মান খুবই হতাশাব্যঞ্জক

শিক্ষা সচিবের প্রতিবেদন : নিয়ম না মেনে প্রভাবশালীদের চাপে বেশিরভাগ মাদ্রাসা স্থাপন

কাগজ প্রতিবেদক : সরকারি নীতিমালার তোয়াক্কা না করেই প্রভাবশালীদের চাপে দেশের বেশিরভাগ মাদ্রাসা গড়ে উঠেছে। মূলত সরকারের বেতন-ভাতার অংশ পাওয়ার উদ্দেশ্যেই এসব মাদ্রাসা গড়ে তোলা হয়েছে। এমন অসংখ্য মাদ্রাসা আছে যেগুলো থেকে পরীক্ষার্থী মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের পরীক্ষায় অংশ নেয় না। কিংবা নিলেও কেউই পাস করে না।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকের জন্য তৈরি করা শিক্ষা সচিব কাজী রকিবউদ্দিন আহমদের প্রতিবেদনে দেশের মাদ্রাসা শিক্ষার সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে উপরোক্ত মন্তব্য করা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, সরকারের ব্যয়ের তুলনায় মাদ্রাসা শিক্ষার মান খুবই হতাশাব্যঞ্জক।

এতে বলা হয়, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১৯৯৫-৯৬ সালের তুলনায় মাদ্রাসা শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনভাতার ব্যয় প্রায় ৬১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে এ খাতে সরকারের ব্যয় ছিল ২০৪ কোটি ৪৮ লাখ টাকা। ১৯৯৮-৯৯ সালে তা এসে দাঁড়িয়েছে ৩২৯ কোটি ১ লাখ টাকায়।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মাদ্রাসা স্থাপন, চালু করা এবং স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা মানা হচ্ছে না। সমাজের প্রভাবশালীদের চাপে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড নীতিমালা ভঙ্গ করে স্থাপিত মাদ্রাসাগুলোকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, মন্ত্রণালয় পর্যালোচনা করে দেখেছে দেশের কোনো কোনো থানায় সরকারি নীতিমালার একাধিক শর্ত ভঙ্গ করে স্কুলের চেয়ে অনেক বেশিসংখ্যক মাদ্রাসা গড়ে তোলা হয়েছে। কোনো কোনো থানায় ৬০-৬৫টি পর্যন্ত মাদ্রাসা রয়েছে, যার অধিকাংশেরই ঘর, দরজা, বেড়া, চাল নেই। খাতাপত্রে অনেক ছাত্রছাত্রীর নাম থাকলেও সেই অনুপাতে উপস্থিতি নেই। এমনকি অনেক মাদ্রাসার ৫-৭ বছর পর্যন্ত স্বীকৃতির নবায়ন নেই। বেশিরভাগ মাদ্রাসাই পাবলিক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী প্রেরণ করে না কিংবা প্রেরণ করলেও পাস করতে পারে না।

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করে প্রতিবেদনে বলা হয়, দাখিল (মাধ্যমিক) পরীক্ষায় ১৯৯৫ সালে ৪৪৫টি, '৯৬ সালে ১১১টি, '৯৭ সালে ১০৩টি এবং '৯৮ সালে ৭৪টির মাদ্রাসার কোনো পরীক্ষার্থী অংশ নেয়নি। আবার অংশ নিলেও ঐ চার বছরে ১৬২, ১৫২, ১২১ এবং ২০৬টি মাদ্রাসার কোনো ছাত্র পাস করেনি।

● এরপর -পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

সরকারের ব্যয়ের তুলনায় মাদ্রাসা

● প্রথম পাতার পর

প্রতিবেদনে বলা হয়, শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনভাতা বাবদ প্রতিটি দাখিল মাদ্রাসায় সরকার ৪১ হাজার ৭৩৪ টাকা, আলিমে ৫৪ হাজার ৫৯২ টাকা, ফাজিলে ৮০ হাজার ৩০০ টাকা এবং কামিলে ১ লাখ ৪৫ হাজার ৪৭৬ টাকা প্রদান করে। অথচ সরকারের ব্যয়ের অনুপাতে মাদ্রাসাগুলোতে শিক্ষা গ্রহণকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা এবং পাবলিক পরীক্ষাসমূহে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা হতাশাজনকভাবে কম।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার এ পরিস্থিতিতে সাবেক সরকার ১৯৯৫ সালের ২০ মার্চ দেশের আটটি থানার মাদ্রাসাসমূহ পরিদর্শনের জন্য চারটি তদন্ত টিম গঠন করে। কমিটিগুলোর সুপারিশে ঐ সময়েই বেশ কিছু মাদ্রাসার স্বীকৃতি প্রত্যাহার ও বেতনভাতার সরকারি অংশ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার '৯৮ সালের ২০ মে তারিখে দেশের প্রতিটি থানার নির্বাহী কর্মকর্তাকে আহ্বায়ক করে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করে। ইতিমধ্যে ২০০ থানার পরিদর্শন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এসব প্রতিবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে স্বীকৃতি প্রদানের নীতিমালার একাধিক শর্ত পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় সরকার ১২৬টি দাখিল মাদ্রাসার স্বীকৃতি এবং ১২৫টি মাদ্রাসার স্তর অবনমন ও এমপিওভুক্তি বাতিল করে। একই কারণে বেসরকারি স্কুলসহ শতাধিক রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, কোনো মাদ্রাসার এমপিওভুক্তি বন্ধ বা বাতিলের বিরুদ্ধে আপীলের বিধান রয়েছে। এমপিও বন্ধের আদেশ পুনর্বিবেচনা বা স্বীকৃতি পুনর্বহালের জন্য সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ বোর্ডের মাধ্যমে আপিল করলে সরকার অবশ্যই তা পুনর্বিবেচনা করবে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, দেশে বর্তমানে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত মাদ্রাসার সংখ্যা ৬ হাজার ৮৪৭টি। শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা ১ লাখ ২৬ হাজার ৫৮ জন। এসব মাদ্রাসায় পড়াশোনা করে ২২ লাখ ৬ হাজার ৮১০ জন। সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত মাদ্রাসার সংখ্যা ৬ হাজার ১৩২টি এবং শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা ১ লাখ ১২ হাজার ৪৯৭ জন।

উক্ত ৬ হাজার ১৩২টি মাদ্রাসার মধ্যে দাখিল ৪ হাজার ২৪৫টি, আলিম ৮৮৯টি, ফাজিল ৮৯০টি ও কামিল ১০৮টি। এসব মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনভাতার সরকারি অংশ (৮০%) সরকার প্রদান করে। এ ছাড়া দেশে ৫ হাজার ১৭০টি স্বতন্ত্র রেজিস্টার্ড এবতেদায়ী (প্রাথমিক) মাদ্রাসা আছে, এর মধ্যে সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী জেলা বাছাই কমিটির সুপারিশ মোতাবেক ১ হাজার ৫৭৪টি এবতেদায়ী মাদ্রাসার ৩ হাজার ৭৭ জন শিক্ষককে মাসিক ৫০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়ে থাকে। তাছাড়া দাখিল থেকে কামিল পর্যন্ত মাদ্রাসার সঙ্গে সংযুক্ত এবতেদায়ী শাখার শিক্ষকগণ নির্ধারিত বেতন ভাতার সরকারি অংশ যথারীতি পেয়ে থাকেন।

সরকার ইতিমধ্যেই এবতেদায়ী, দাখিল ও আলিম স্তরকে যথাক্রমে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের সমমান প্রদান করেছে। তবে ফাজিল ও কামিল স্তরকে স্নাতক স্নাতকোত্তর স্তরের সমমান প্রদান বিষয়টি এখনো নিষ্পত্তি হয়নি। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন আছে।